প্রথম আলো

তারিখ ২৪-৯-২০০৬ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষা, শিক্ষক সব কিছুতে জোড়াতালি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সদ্য বিদায়ী শিক্ষার্থী মনসুর আলম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকেরা খণ্ডকালীন চাকরি করায় নির্ধারিত ক্লাসে ফাঁকি দিচ্ছেন, সময়মতো পরীক্ষা নেওয়া, পরীক্ষার খাতা জমা না দেওয়াসহ ফল প্রকাশে বিলম্ব করেন। এতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাফি বলেন, দেশের স্বার্থ চিন্তা করলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্যত্র ক্লাস নেওয়া অন্যায়। তবে এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন আছে এবং কেউ তা লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থাও আছে।

রাজশাহী শহরে অবস্থিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাধিক শাখা বা কেন্দ্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক চাকরি করছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ঢাকায় এসেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করেন।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) রাজশাহী শাখার সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মো. আরমান আলী *প্রথম আলোকে* জানান, 'যখন শিক্ষক খোঁজাখুঁজি করি, তখন দেখা যায় চাহিদা আছে—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন শিক্ষকদের প্রায় সবাই এক বা একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুনুল কেরামত বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে কেউ ইচ্ছা করলে খণ্ডকালীন চাকরি করতে পারেন। তবে কোনো শিক্ষক যদি একটি [illegible]জের অনুমতি নিয়ে একই সঙ্গে একাধিক [illegible]গায় খণ্ডকালীন চাকরি করেন, তা অন্যায় ও [illegible]যোগ্য অপরাধ।

[illegible]জ করে রাজনৈতিক পরিচয়ও : চট্টগ্রাম [illegible]লয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক শহরের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস নেন। এ [illegible] [illegible]নৈতিকভাবে অতিপরিচিত শিক্ষকেরা তাঁদের [illegible]ওয়ার জায়গা ঠিক করেছেন [illegible]নৈতি[illegible]বেই। যেমন: জামায়াত ঘরানার [illegible]কেরা আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] নেন। আওয়ামী ঘরানার শিক্ষকেরা ক্লাস নেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যেষ্ঠ শিক্ষক এনে নিজেদের ভাবমূর্তি বাড়ানোর চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে সাবেক উপাচার্যদের কদর সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী জামায়াত নেতাদের পরিচালিত আইআইইউসিতে দীর্ঘদিন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মো. মাহবুব উল্লাহ বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ জে এম নুরুদ্দীন চৌধুরী এখন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য। বিজিসি (বেগম গুল চেমন আরা) ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের দায়িত্বে আছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক মো. নুরুল মোস্তফা। প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ, বর্তমানে অধ্যাপক ড. অনুপম সেন এ দায়িত্বে আছেন।

কয়েকজন শিক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় সভাপতি কিংবা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের সাবেক সভাপতি ও সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. শওকতুল মেহের *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একটি বিরাট ব্যাপার। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা পেতাম; এখন সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ হাজার টাকা পাই। আমাকে পরিবারের কথা ভাবতে হয়।'

আরও যারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী রাজশাহীর ইউআইটিএস, নর্দার্ন ও এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি শাখা অবৈধ। এসব শাখায় খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও আছেন আইনজীবী, বিচারক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। আবার এসব শাখা থেকে স্থানীয় র‌্যাব, পুলিশ ও সেনাসদস্যদের কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয়ে সনদও নিচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ এসব কর্মকর্তা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করে বা ভর্তি হয়ে সনদ নেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এক ধরনের প্রচার পাচ্ছে।

রাজশাহী ও খুলনায় 'বিশ্ববিদ্যালয়পাড়া' : রাজশাহী শহরের তালাইমারী এলাকা 'বিশ্ববিদ্যালয়পাড়া' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আগে থেকেই শিক্ষানগরী নামে খ্যাত ওই শহরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্তত ১০টি শাখা বা কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ছয়টিই তালাইমারী এলাকায়। শাখাগুলো হচ্ছে এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

খুলনা শহরে কমপক্ষে ছয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে আমেরিকা বাংলাদেশ, সাউথইস্ট, এশিয়ান, দারুল ইহসান, নর্দার্ন ও শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে চারটি গড়ে উঠেছে শহরের সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায়। বাড়ি বা ভবনের নিচতলা ভাড়া করে চলছে এসব শাখা।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের খুলনা কার্যালয়ের অবস্থান কেডিএ এভিনিউয়ে। এর ক্যাম্পাস হিসেবে প্রচারপত্রে উল্লেখ রয়েছে সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার একটি মহিলা মাদ্রাসার নাম। ওই মাদ্রাসায় শ্রেণীকক্ষ ছাড়াও আছে ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা। এই মাদ্রাসায় কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াই শ ছাত্রের ক্লাস হয়—এমন প্রশ্নের জবাবে মাদ্রাসার একজন শিক্ষিকা বলেন, 'শুধু শুক্রবার ওদের ক্লাস হয়। সেদিন মাদ্রাসা বন্ধ থাকে এবং ক্লাস চলার সময় আবাসিক মেয়েদের পর্দায় রাখা হয়।'

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেডিএ এভিনিউয়ের কার্যালয়ে ঢোকার আগে আরও চারটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পার হতে হয়। কক্ষ দুটি, জনবল দুজন। একজন কেন্দ্র চালান, আরেকজন হিসাব-নিকাশ করেন।

২০০৬ সাল থেকে ওই কেন্দ্রে ১২ হাজার টাকায় বিএড এবং ১৪ হাজার টাকায় দূরশিক্ষণে এমএড সনদ দেওয়া হচ্ছে। হিসাবরক্ষক আহসানুর রহমান জানালেন, উচ্চ আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে চালানো হচ্ছে শাখাটি।

সিলেটে মার্কেটের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় : সিলেটে মোট চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একমাত্র স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। বাকি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান জনবহুল ও ব্যস্ত মার্কেটের ওপর।

শহরের মধুবন মার্কেটের চতুর্থ তলায় লিডিং ইউনিভার্সিটি, আল হামরা শপিং কমপ্লেক্সের পঞ্চম তলায় মেট্রোপলিটন এবং পয়েন্ট ভিউ মার্কেটের চতুর্থ তলায় সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির কার্যালয়।

মেহেরপুরেও শিক্ষাব্যবসা : মেহেরপুরেও শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির দূরশিক্ষণ কেন্দ্র ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভর্তি কেন্দ্র আছে। শহরের টিঅ্যান্ডটি পাড়ায় একটি ভবনের দ্বিতীয় তলা ভাড়া নিয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কয়েকটি শিক্ষা কোচিং সেন্টার ও বেসরকারি সংস্থা গড়ে উঠেছে। সবকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে একই ব্যক্তি।

শান্ত-মারিয়মের দূরশিক্ষণ কার্যক্রমে ১২ হাজার ৪০০ টাকা কোর্স ফি নিয়ে বিএড সনদ দেওয়া হয়। বর্তমানে বিএড কোর্সে শিক্ষার্থী ১৩৪ জন। এ বছর চালু হয়েছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও তথ্যকেন্দ্র। এখানে এলএলবি, বিবিএ, এমবিএ এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এ জন্য ছাত্রপ্রতি ফি ৪৫ হাজার টাকা।

একই ভবনে আছে ইস্টার্ন মাল্টি. কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি., সেন্টার ফর আরবান অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কার্ড), লিডস ভার্সিটি কোচিং সেন্টার, যুববান্ধব কর্নারসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

কারা ক্লাস নেয় এবং কোথায় ক্লাস নেওয়া হয়—জানতে চাইলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফজলুল হক মন্টু জানান, তিনি, তাঁর স্ত্রী মমতাজ পারভীনসহ ছয়জন শিক্ষক আছেন। উচ্চশিক্ষার সনদ বিক্রির অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকেই ঘরে বসে স্বল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। এটা মহৎ কাজ বলে মনে করি।'

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন: *রাজশাহীর আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, মেহেরপুরের তুহিন আরন্য, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহেল রহমান, খুলনার সামুজ্জামান শাহীন, চট্টগ্রামের হামিদ উল্লাহ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, কুদরাত-ই-খুদা বাবু।*